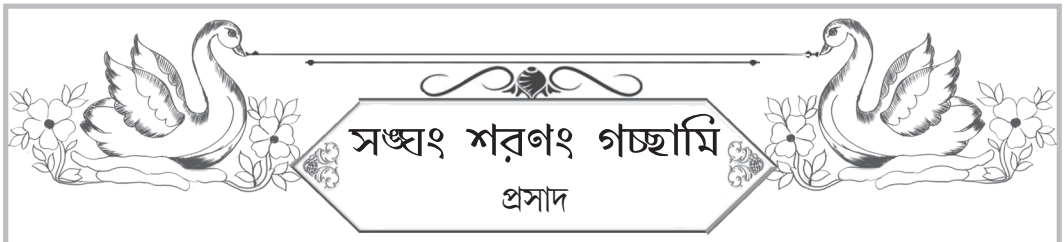

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

প্রসাদ

ঘোর কলিকাল, মানবসমাজ ডুবে আছে ঘোর তমসায়,
কামকাঞ্চন মূলধন করে চলে নারকীয় ব্যবসায়।
পরমানন্দে সিংহশাবক মেষ হয়ে করে বিচরণ,
বিস্মৃত হয়ে আপন মহিমা করে অদ্ভুত আচরণ।
নিজেদের মাথা নিজেরাই কেটে দেখে নির্বোধ রঙ্গ!
এদেরই বাঁচাতে প্রাণপণে ব্রতী—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

জড়বিজ্ঞান মানুষের কাছে এনেছে অনেক বিত্ত,
তবুও মানুষ আজও অসহায়, ত্রাসে কম্পিত চিত্ত।
নতুন নতুন আধিব্যাধি আর নতুন মারণঅস্ত্র,
তার মাঝে কাঁদে ক্ষুধিত মানুষ, কোথায় অন্নবস্ত্র?
সামনে কেবলই বাধার পাহাড়, দুর্জয় দুর্লঙ্ঘ্য।
ঘন তমসায় আলোর দিশারি—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

তবুও মানুষ হবে না ধ্বংস—এমনই বিধির বিধান।
যুগে যুগে তাকে রক্ষা করতে আসেন করুণানিধান।
পথভ্রষ্ট মানুষকে তিনি দিয়ে যান বরাভয়—
'শোনো গো মানুষ, তুমি সনাতন, অনন্ত অক্ষয়,
অজর, অমর, আনন্দময়, নির্ভীক, নিঃসঙ্গ।'
এই দেববাণী সবারে শোনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

সারা বিশ্বের নবজাগরণ হয়েছে এবার শুরু,
অম্বরে তাই বাজে দুন্দুভি ওই শোনো গুরুগুরু।
বিশ্বজনের হবে আশ্রয় নব বেদান্তবাণী,
শান্তি আনবে তপ্ত ধরায়, ঘুচে যাবে হানাহানি।
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ, এবার কেন্দ্র বঙ্গ,
ব্রহ্মজ্যোতির দীপ্ত বর্তি—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।